R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
অফসেটে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং— ৯

৬৫শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৯ই মে, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাক্কালে লোকাল কমিটির দাবি

বিশেষ প্রতিনিধি, ফরাক্কা ব্যারেজ, ৯ মে—এ পর্যন্ত ফরাক্কায় বাঁধ প্রকল্প, রেলওয়ে এবং ৩৪নং জাতীয় সড়কের জন্য ব্যাপকভাবে জমি অধিগ্রহণের কাজে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে যোগাযোগভিত্তিক যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তা কৃষির উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির জীবিকার ক্ষেত্রকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এক ইস্তাহারে এ কথা বলেছেন ফরাক্কা থানা লোকাল কমিটি। তাঁরা বলেছেন এ অভিযোগ আজ ফরাক্কার সর্বস্তরের মানুষের। তাঁরা আরো বলেছেন, এই পরিস্থিতিতে ফরাক্কায় সুপার থারমাল পাওয়ার করপোরেশন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্তের কথা সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে। ফরাক্কার সর্বস্তরের মানুষ বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে ফরাক্কাকে শিল্পনগরীতে পরিণত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দাবি করে আসছেন। এখন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত সরকারীভাবে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে চলেছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ফরাক্কার মানুষের কাছে যেমন আনন্দের অপরদিকে তেমনি জমি অধিগ্রহণের পর বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে সরকারের ঔদাসীন্য ফরাক্কার অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে বানচাল করে শোচনীয় পরিণতির মুখে ঠেলে দেওয়ার চিন্তায় সকলে উদ্বিগ্ন। এই উদ্বেগ যে অত্যন্ত বাস্তব, তার জলন্ত স্বাক্ষর হিসেবে গড়ে উঠেছে ফরাক্কা থানা লোকাল কমিটি। ফরাক্কায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাক্কালে এই কমিটি

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দারোগার 'মামার বাড়ীর আবদার'

সাগরদীঘি, ৯ মে—মুরশিদাবাদের স্বনামধন্য পুলিশ সুপার সুলতান সিং সাগরদীঘি থানাকে আদর্শ থানা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ইতিমধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান ওসি ফণিভূষণ সরকারের দুর্ব্যবহারের ফলে সাধারণ মানুষ পুলিশ প্রশাসনের ভালো দিক থেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। এজাহার দিতে গিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ফণিবাবুর আমলে প্রায়ই ঘটছে বলে শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি তিনি একজন প্রাথমিক প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে ধরা পড়ে গিয়েছেন। মেয়েদের সম্পর্কে তিনি কটূক্তি করেছেন। কয়েকদিন আগে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত একটি সংবাদ তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় জনৈক সাংবাদিকের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর নগ্ন দিকটিকে প্রকট করে তুলেছে। সাগরদীঘির মেয়েদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য তাঁর নিজের চরিত্রকেই কলুষিত করেছে। সংবাদ মনঃপূত না হলে সাংবাদিকদের চোখ রাঙানির ঘটনা নতুন নয়— আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তবে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাসের ছাদে যাত্রী তোলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিশেষ প্রতিনিধি : বাসের ছাদে যাত্রী তোলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ৭ মে বহরমপুর সারকিট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে এ খবর দিয়ে মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক অশোক গুপ্ত জানিয়েছেন, ষ্ট্যাণ্ড থেকে ছাড়ার সময় কোন বাস যাতে ছাদে যাত্রী তুলতে না পারে তা দেখার জন্য জলঙ্গী, রঘুনাথগঞ্জ, কান্দী ও সালার বাসষ্ট্যাণ্ডে পুলিশ মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়াও রাস্তার মাঝে মাঝে পুলিশ পিকেট বসানো হবে যাতে মাঝপথে বাসগুলি ছাদে যাত্রী তুলতে না পারে তা দেখার জন্য। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভিড় এড়ানোর জন্য জেলার কয়েকটি রুটে কিছু নতুন বাস পারমিট মঞ্জুর করা হবে বলে আর টি এর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দলাদলিতে স্কুল বন্ধ

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : প্রধান শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের শেখালিপুর হাই স্কুলে দুই গোষ্ঠীর দলাদলিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, এই দলাদলিকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের আক্রমণ করা হয়, গেটে এবং স্কুলের সমস্ত দরজায় তালা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের স্কুলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। ফলশ্রুতি হিসেবে ১৫ এপ্রিল থেকে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদেরও গোষ্ঠী কোন্দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে প্রকাশ।

পানীয় জলকষ্ট

সাগরদীঘি, ৯ মে—ব্লকের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলকষ্ট দেখা দিয়েছে। মেরামতির অভাবে টিউবওয়েলগুলি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে থাকায় জলকষ্ট আরো তীব্র হয়েছে। প্রচণ্ড দাবদাহে অধিকাংশ পুকুর শুকিয়ে গিয়েছে। সাগরদীঘি বাজারে দু' একটি পুকুর বাদে কোন পুকুরেই জল

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভুট্টোর পাগলামি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৪ মে সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার গনকরে ভুট্টো সেখ নামে একজন পাগল হেঁসো দিয়ে প্রথমে তার নিজের ছেলে নাজিরকে (২) এবং পরে শ্যালিকার পাঁচ মাসের এক মেয়েকে ও প্রতিবেশী নবনী সরকারের ছেলে শ্রীমন্ত সরকারকে (৭) কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। আয়াতন বিবি নামে একজন মহিলাও তার হেঁসোর আঘাতে আহত হন। গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলেই ভুট্টোকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এ খবর দিয়ে পুলিশ জানায় ভুট্টো ছিল বদ্ধ পাগল। বছরখানেক আগে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক তাকে পাগলা গারদে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। মাসখানেক

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কৃষকদের বিক্ষোভ

অরঙ্গাবাদ, ৯ মে- হিলোড়া উপপ্রধানের অফিসের সামনে সেখানকার চাষীরা ৬ মে সমবেতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং চল্লিশ বিঘা জমির ধানের ক্ষতিপূরণের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। প্রকাশ একফসলী ১৪০ বিঘা জমিকে দু'ফসলী করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে হিলোড়া মাঠে সমিতির মাধ্যমে একটি রিভার পাম্প বসানো হয়। ১৯৭৮ সালে আবাদ হয় মাত্র ১০ বিঘা কিন্তু পোকা লাগার ফলে চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তাঁরা খাজনা পরিশোধ করেন। এবার আবাদ করা হয় ৪০ বিঘা জমি। শর্ত অনুযায়ী ধান ওঠার আগে ১০০ টাকা করে খাজনা দেওয়া সত্ত্বেও ওই পরিমাণ জমিতে এক মাস থেকে সেচের জল দেওয়া হয়নি। ফলে এবারও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে, চাষীরা মার খেয়েছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৬।

কবি প্রণাম

প্রতিটি ২৫শে বৈশাখেই কবিগুরুর জন্ম দিবস ফিরিয়া আসে। এবারও আসিয়াছে ১১৮তম জন্ম দিবসটি। প্রতিটি ২৫শে বৈশাখই আমাদের সম্মুখে একটি বিশেষ সত্য শপথের ক্ষণটি লইয়া আসে, যাহার মর্মার্থ: যাঁহারা জীবনের জয়গানের কবি, রবীন্দ্রনাথের আসন তাঁহাদেরই দলে। বিশ্বকবির সেই জয়গান হইতেছে একালের ভারতীয় জীবনের জয়গান। একথা যথার্থ যে, তিনি একালের ভারতীয় জীবনের যত দুঃখ, যত সঙ্কট—সে সবের কিছুই তাঁহার দৃষ্টি ও অনুভূতির প্রহরা এড়াইয়া যায় নাই। এ সম্পর্কে কোন সত্যকেই, তাহা যতই অপ্রিয় হউক, তিনি উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার বাণী ছিল আলোর মত উজ্জ্বল, তাঁহার বাণী ঝলকিয়া উঠিয়াছে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত: 'যেন রসনায় মম/সত্য বাক্য ঝলি' উঠে খর খড়্গসম ·....।'

সুতরাং প্রতিটি ২৫শে বৈশাখ আমাদের সম্মুখে সেই বিশেষ শপথের ক্ষণটি লইয়া আসে। আমাদের ঘরে ফিরিবার ডাক দিয়া যায়। আমরা নিজেদের নূতন করিয়া জানিবার প্রচেষ্টা চালাই। কিন্তু তবুও কি আমাদের আপনার জনকে আপন করিয়া পাই? আসলে কবির প্রতিকৃতিকে ধূপ দীপ-পুষ্পাভরণে সজ্জিত করি। মাঝখান হইতে হারাইয়া যায় আসল রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-জন্ম-দিবসে প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের এক বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। শুধুমাত্র ফুল, মালা ও সঙ্গীতের আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন না করিয়া রবীন্দ্রনাথের বাণী, আদর্শ ও সাহিত্যকে আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের সমস্ত দায় বহন করিতে হইবে তাঁহাদের। তবেই আসিবে ২৫শে বৈশাখের সার্থকতা।

'তব নাম লয়ে'

হরিলাল দাস

আবার এসেছে পঁচিশে বৈশাখ—তোমাকে আড়াল করে, আমাকে ঘোষণার দিন। ধন্য তুমি, রবীন্দ্রনাথ; তোমার আদর্শে আমি বড়। (এখানে 'আমি' হচ্ছেন 'তিনি' প্রথম পুরুষ।)

তোমার 'দুই বিঘা জমি' কবিতা পাঠ করে আমি হয়েছিলুম চিন্তান্বিত। কারণ, জানতে পারেনি বহু লোক উপেনের কাহিনী। (আমাদের দেশে শতকরা সত্তর ভাগ লোক বর্ণপরিচয়-হীন কি না। অহো ভাগ্য!) তাই দেশে আছে অনেক উপেন। যারা খুব ব্যথিত হয়েছিল তার দুখে, তারা এখন সব কেরাণী-ফেরাণী, মাষ্টার-টাষ্টার। আমিই শুধু আবিষ্কার করতে চেয়েছিলুম, সেই গোপন কথা—যা তুমি খুলে বলনি। তুমি জানাওনি, কি কায়দায় দেনার খত বানিয়েছিল রাজার হস্ত। আমি সেই ধ্যানে বিভোর হলুম। সার্থক হলুম রবীন্দ্রনাথ, তোমার রহস্য আবিষ্কার করে। (সেই ছাত্রাবস্থাতেই। কী প্রতিভা!)

অফুরান সে কথা। কত খত, কত উপেন, কত সাধু—মোহগর্ত থেকে তাদের মুক্তি দেবার পুণ্য আমার। ভগবান বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা হতে পারেন, কিন্তু সেই নিখিলে উপেনদের ছড়িয়ে দেবার কৃতিত্ব আমার। (পরশ্রীকাতর যত নীচ লোকগুলো আমার এই কীর্তির তেজ সহ্য করতে পারে না।), আমাকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর, হে স্বগত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর!

তোমার নিগূঢ় শিক্ষায় প্রসারিত আমার কত বাগান। বাগানে আছে বৃক্ষলতা সুকোমল, সুরভিত ফুল-ফল। কুঞ্জ-নিকুঞ্জও আছে তাতে। আমার কোন একটা বাগানে তোমার নামে মন্দির তুলব। (হুঁ হুঁ! কেউ ভেট করতে পারবে না।) শীতল মর্মরে খোদিত করব নাম—সোনালী রংয়ে। (আমি নিজেহ নাম জাহির করব; অন্যে কে করবে?)

আমার আলমারী ভর্তি হয়ে আছ তুমি। আমি কিনেছি রচনাবলী—রেক্সিনে বাঁধানো। জানো, রবীন্দ্রনাথ, আমি কালচারও কিনেছি তোমার বিদ্যার দৌলতে! তোমার দেয়া বড় বড় বিদ্যার হীরে আমার লকারে থেকে আমার কালচারের দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তাই তো প্রতি উৎসবে আমি সভাপতি হই। (সভাপতি হবার অর্থ আছে।)

ধন্য রবীন্দ্রনাথ! আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ (আমারও কৃতজ্ঞতা বোধ আছে।) তোমাকে বহুবার নমস্কার এই পঁচিশে বৈশাখে।

[পঁচিশে বৈশাখের আতপ্ত প্রভাতে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে ফুল দেবেন, যাঁরা দগ্ধ সংসারের নানা কাজের মধ্যে এই দিনে একটু রবীন্দ্রনাথ পড়বেন, একটু অনুচ্চ আবৃত্তি করবেন, কিম্বা অ-মাইক গান, তাঁদের জন্য এই প্রবন্ধ পাঠ্য নয়।]

কুশাঙ্কুরের কালি-কলম

শিশুবর্ষ, রবীন্দ্রনাথ এবং যৎকিঞ্চিৎ

আন্তর্জাতিক ভাবনায় শিশুর স্থান হয়েছে এ বছর। শিশুর সমস্যা ও শিশুর পুষ্টিবিধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কিছু কিছু চিন্তাভাবনা কিছু কিছু কাজকর্ম করার উদ্দেশ্যে এ বছরটাকে শিশু বর্ষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জগৎ পারাবারের তীরে শুধু শিশুর মেলা আর খেলা চলছে। এ চলছে সৃষ্টির উষালগ্ন হতে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এই শিশু ভোলানাথদের রাজত্ব। এদের মধ্যে আছে নানান সমস্যা—যা সমাধানের অপেক্ষা রাখে। আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষ সেই লক্ষে চলার প্রথম প্রতিশ্রুতি।

শিশু শুধু 'ম্যান-ইন-মিনিয়েচর' নয়। এরও একটি ব্যক্তিসত্তা আছে। সেই সত্তাটির লালন ও পালন করার দায়িত্ব দেশ এবং জাতির আছে এবং তা পবিত্র কর্ত্তব্য। আগামী দিনের সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তোলার দায়িত্ব দেশের মানুষের। শিশু নিয়ে—তাদের শিক্ষা নিয়ে অনেক আগে হতে ভাবনা চিন্তা হয়েছে। রুশো তাঁর শিশু চিন্তার বাতায়ন প্রথম খুলে ধরলেন তাঁর এ মিলের মধ্যে। তারপর ফ্রবেয়েল, পেস্তালৎসী প্রভৃতি আরও সব চিন্তানায়কেরা শিশুর শিক্ষা চিন্তা নিয়ে অনেক কথা বলেছেন।

এ দেশেও রবীন্দ্র চিন্তালোকে শিশু একটি বিরাট স্থান অধিকার করেছিল। মায়ের মনোরাজ্যে ইচ্ছা হিসাবে শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় শিশুকে দেখিয়েছেন বিশ্বজীবনের এক খণ্ডাংশরূপে। শিশুর অনাবিল হাসিতে যেন অপূর্ব ভাগবত দীপ্তি যেন প্রকাশ পেয়েছে। শিশু জীবনের অনেক প্রশ্ন সেখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' 'শিশু ভোলানাথ' তার অধ্যাত্ম পর্য্যায়ের রচনা বলে হয়তো শিশু কবিতায় অনন্তলোকের সুরালাপন হয়েছে। শিশুর শিক্ষা ভাবনাও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা গেছে। তপোবনের আদর্শে তিনি চেয়েছিলেন প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিশুর শিক্ষা দান। শিশুকে শিক্ষা দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন—একটা সম্পূর্ণ মানুষ গড়ে তুলতে।

আজ দেশ বিদেশে শিশুর শিক্ষা নিয়ে নানা ধ্যানধারণা চিন্তা ভাবনা চলছে। শিক্ষানীতির নানান পরিবর্তন ঘটছে। শিশুর দেহমনের সুষ্ঠু ও সম্যক বিকাশের উপযোগী বলিষ্ঠ চিন্তা ও কার্য্যের রূপরেখা রচিত হওয়া দরকার। শিশুর শিক্ষা চিন্তায় সর্বাগ্রে ভাবা প্রয়োজন—তাদের দেহের কথা। অপুষ্টিজনিত দেহভার নিয়ে কখনও শিশুর শিক্ষা হতে পারে না। তাই আজ সবার আগে প্রয়োজন—শিশুর দেহ সম্বন্ধে চিন্তা। কেন না সুস্থ দেহ না হলে সুস্থ মন পাওয়া যাবে না আর সুস্থ মন না হলে মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হবে না। কবির পবিত্র জন্মদিনে সেই বাণী সোচ্চার হোক—শিশুর সুস্থ দেহ চাই, শিশুর সুস্থ মন চাই।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

শিশু ও ক্লাব

জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহরে অনেক ভালো ভালো ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান আছে। বিভিন্ন পাল-পার্বণে অনেককে বিল হাতে করে চাঁদা আদায়ে বেরোতে দেখা যায়। কখনও বা শিশুদের জন্য পারক গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চ্যারিটি শো করতেও দেখা যায়। অথচ শিশুদের কল্যাণের জন্য সত্যিকারের কিছু হতে এখনও দেখা যায়নি। আসুন না আন্তর্জাতিক শিশু বর্ষে আমরা প্রতি ক্লাবে শিশুদের যথার্থ শিক্ষাদান ও খেলাধুলার সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই! —অজিত চ্যাটারজি, জঙ্গিপুর।

অধ্যক্ষ ঘেরাও

জঙ্গিপুর, ৮ মে—নন-কলেজিয়েট করার প্রতিবাদে জঙ্গিপুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা গতকাল অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরকে ঘেরাও করে। সকাল পৌনে এগারটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা—এই দীর্ঘ সময় ধরে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যক্ষের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ হয়। অধ্যক্ষের বক্তব্য, প্রত্যেক বারের মত এবারও হাজিরা খাতা অনুসারে নন-কলেজিয়েট করা হয়েছে। এবার নন-কলেজিয়েট হয়েছে ৩০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৮৪ জন। ছাত্রছাত্রীদের দাবি, সবাইকে এ্যালাও করতে হবে। তাদের অভিযোগ কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয় না। অধিকাংশ কোরস এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তাছাড়া কলেজও কোন কোন সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকে। অনেক সময় সকলে উপস্থিত থাকলেও উপস্থিতি দিতে ভুল হয়ে যায়। এ সমস্ত দিক বিচার করলে ছাত্রছাত্রীরা কলেজে অনুপস্থিতির জন্য পুরোপুরি দায়ী নয়। এমনও নজির পাওয়া গিয়েছে, যারা দীর্ঘদিন কলেজে অনুপস্থিত এবং পরীক্ষার জন্য তৈরী হয়নি তারাও কলেজিয়েট হয়েছে। সুতরাং তাদের দাবি সমস্ত নন কলেজিয়েট ছাত্রছাত্রীকে কলেজিয়েট করতে হবে। তাদের অভিযোগ, অধ্যক্ষ ফরম ফিলাপের লাষ্ট ডেট দিয়েছেন ৮ মে। তিনি কলেজে তা প্রকাশ করেছেন ৫ মে বিকেলের দিকে। এত কম সময়ের মধ্যে টাকা জোগাড় করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ফরম ফিলাপের লাষ্ট ডেট জুনের দিকে। কাজেই অধ্যক্ষের কাছে তারিখ পিছানোর দাবিও জানানো হয়। ইউনিয়নের সমস্ত সভ্য এবং ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ ও তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও অধ্যক্ষ তাঁর সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। এভাবে আট ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর শর্তসাপেক্ষে অধ্যক্ষ ছাত্রছাত্রীদের দাবি মেনে নেন। তিনি তাদের জানান যে, পঞ্চাশ শতাংশ কলেজিয়েট বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর পরেও যারা নন-কলেজিয়েট থাকবে, তাদের পনের টাকা অতিরিক্ত ফিজ দিতেই হবে। ফরম ফিলাপের দিনও তিনি ৯-১০ মে পর্যন্ত পিছিয়ে দেন।

মধ্যযুগীয় বর্বরতা

অরঙ্গাবাদ ৯ মে—সুতী থানার কাদোয়া গ্রামের গোয়ালাদের একাংশ ঐ অঞ্চলে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। গত শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে সিধোরী গ্রামের জনৈক নাজির সেখকে ৭-৮ জন সশস্ত্র গোয়ালা পথিমধ্যে আক্রমণ করে এবং তার ডান হাতখানি কেটে নেয়। আশংকাজনক অবস্থায় তাকে জঙ্গীপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিগত এক মাসের মধ্যে ঐ গোয়ালারা লালুপুর গ্রামের একজন নিরীহ গ্রামবাসীকে গুরুতরভাবে প্রহার করে। এবং সিধোরী গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে পুলিশ হেফাজত হতে ছিনিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করে।

কাদোয়া ও সিধোরী মাঠের ফসলের উপর চাষীর আজ আর কোন অধিকার নেই—পরিবর্তে গোয়ালাদের গরু-মহিষ চারণের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্প এ ব্যাপারে নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সময়োচিত হস্তক্ষেপ না করলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

প্রতারকের খপ্পরে

জঙ্গিপুর, ৯ মে—কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে সম্প্রতি পাঁচজন যুবকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে ঘুষ নিয়ে একজন প্রতারক শিয়ালদহের একটি হোটেলে তাদের রেখে পালিয়ে যায়। তারা ফিরে এসে এ খবর জানায়। প্রতারিত পাঁচজনের মধ্যে একজন জঙ্গিপুরের বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জের মঙ্গলজনের কাছে ৬ মে জাতীয় সড়কে দুটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন খালাসি নিহত হয়েছেন। তার কয়েকদিন আগে উমরপুর মোড়ে লরি চাপা পড়ে একজন কিশোর নিহত হয়েছে। জঙ্গিপুরের ব্রজ দাস নামে লরির একজন খালাসি কয়েকদিন আগে কলকাতার কাছে লরি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। মাত্র ৬ মাস আগে তার বিয়ে হয়েছিল।

ডাকঘরে তদন্ত

জঙ্গিপুর সংবাদে গনকর ডাকঘরের বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতির খবর প্রকাশ হওয়ায় কয়েকদিন আগে এখানে সরকারী তরফ হতে অনুসন্ধানপর্ব শেষ হয়েছে এবং সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধানকারী অফিসার নিয়ে গছেন। এ ছাড়াও বর্তমান পোষ্টমাষ্টারের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ মৌখিকভাবে জানান হয়েছে। বেশীর ভাগ অভিযোগই তাঁর অযোগ্যতা সম্পর্কীয়। স্থানীয় জনসাধারণের দাবী এখানে একজন উপযুক্ত পোষ্ট মাষ্টার দেওয়া হোক।

ইসলাম রক্ষা কমিটির দাবি

ধুলিয়ান, ৯ মে—দেড় সহস্রাধিক ইসলাম রক্ষা কমিটির সদস্যের একটি সুসংঘবদ্ধ মিছিল গত সপ্তাহে ধুলিয়ান শহর পরিক্রমার পর বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে সামসেরগঞ্জ বিডিওর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

এপ্রিল মাসে বড়ুয়া, গোপীনাথপুর, আয়েসবাগ, লক্ষ্মীপুর ও দৌলতাবাদ মৌজাগ্রামে একদিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ভারত জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, সার সম্প্রসারণ ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এবং মুর্শিদাবাদ ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী উন্নয়ন সংস্থার কৃষি বিশেষজ্ঞরা অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে শ্রীমনোজকুমার সরকার জেলা কৃষিবিদ ভারত জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, শ্রীএস পি সিং সহ-কৃষিবিদ, শ্রীজয়দেব কুমার সহ-কৃষিবিদ, শ্রীপ্রভাতকুমার বসু এইচ এফ সি ও শ্রীনীহার সিনহা এইচ এফ সি এবং শ্রীসরোজকুমার বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে পাট, ধান এবং বর্ষাকালীন সব্জী চাষের উপর বিষদভাবে আলোচনা করা হয়।

পিওন আবশ্যক

বিদ্যালয়ে একজন স্থায়ী পিওন পদের জন্য ৮ম শ্রেণী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট হইতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সম্পাদক থামড়া ভাবকী জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ রাজপুত তেঘরী জেলা : মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় নিজ হস্তে লিখিত আবেদন পত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

WANTED

Wanted a Bio-Science graduate preferably trained for Sekendra Jr. High School, P. O. Giria, Dt, Murshidabad. Apply to the Secretary within seven days from the date of publication.

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

সকলের প্রিয় এবং

বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর

শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর—ফরাক্কা ও

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া

সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

নেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

জমি বিক্রয়

প্রতাপপুর কলোনীতে ২ বিঃ ৪ কাটা জমি বিক্রয় হইবে বাড়ী ও বাগানের উপযোগী। নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।—'চা ভিলা' সদরঘাট, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক আবশ্যক

অতিরিক্ত পদে একজন শিক্ষণপ্রাপ্ত বি এস সি (বায়ো) শিক্ষক প্রয়োজন। এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পাদক, পার দেওনাপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, পোঃ দেওনাপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ ঠিকানায় আবেদন করুন।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র আজ সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্যাপিত হচ্ছে।

লোকাল কমিটির দাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুরশিদাবাদের জেলা শাসকের কাছে দাবি করছে : (১) জমির উৎপাদনকে কেন্দ্র করে আয়ভিত্তিক জমির মূল্য পান (২) জমির মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ধার্য এবং তাই ছ'মাস অন্তর ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা (৩) যোগ্যতা অনুযায়ী ফরাক্কা থানার ছেলেমেয়েদের থারমাল পাওয়ার প্রকল্পে নিয়োগে অগ্রাধিকার (৪) ছেলেমেয়েদের কারিগরি শিক্ষাদান ও শিক্ষাকালীন ভাতার ব্যবস্থা (৫) জমির আয় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তার পোষ্য বর্গের নিয়োগে স্থায়িত্বদান (৬) যে সমস্ত ক্ষেতমজুর বর্গাদার থারমাল পাওয়ার প্রকল্প হেতু নিঃসহায় ও উচ্ছেদ হবেন তাদের স্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা (৭) উদ্ভূত উদ্বাস্তু-দের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা (৮) পোষ্য বা ওয়ারিসবিহীন ক্ষতিগ্রস্ত-দের আমৃত্যু পেনসন প্রদানের ব্যবস্থা এবং (৯) স্থানীয় বাজারে স্থানীয় লোকদের ব্যবসার জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুযোগদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানীয় জলকষ্ট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাই। জলের জন্য সর্বত্র হাহাকার পড়ে গিয়েছে। এ সম্পর্কে এক দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের উত্তরে বিডিও জানিয়েছেন, আর আর পি ও আর ডবলু পিতে প্রায় ১০০টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। কিছু কিছু টিউব-ওয়েল মেরামতও করা হয়েছে।

মহকুমার সমস্ত ব্লক থেকেই তীব্র জলসঙ্কটের খবর আসছে।

মামার বাড়ীর আবদার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফণিবাবুর ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনায় একটু ব্যতিক্রম আছে। পুলিশ সুপার সুলতান সিং তাঁর মামার জিগরি দোস্ত—এ কথা সবাই জানেন। নিন্দুকে বলছে 'ফণিবাবু মামার বাড়ীর আবদার পেয়ে গিয়েছেন। লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না।' পুলিশ সুপার 'পুলিশ-পাবলিক রিলেসন' সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু ফণিবাবুর মত দারোগা যে থানায় আছেন, সেই থানায় পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক কোনদিনই গড়ে উঠবে না বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন।

ভুট্টোর পাগলামি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগে সেখান থেকে সে ছাড়া পায়, ৪ মে এই কাণ্ড বাধায় এবং গণ-প্রহারে নিজেও মারা যায়।

আরো খুন : পুলিশ সূত্রের আর একটি খবরে জানা গেছে, ৩ মে সুতী থানার বংশবাটী গ্রামে ঠাকুরদাস মাঝি নামে একজন গ্রামবাসী নিহত হয়েছেন। পুরনো আক্রোশে ওই দিন তাঁকে প্রহারে জর্জরিত করা হয়। জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তির পর তাঁর মৃত্যু ঘটে।

সংঘর্ষ : গত ১ মে সাগরদীঘি থানার নাচনা গ্রামে দুই দলের এক সংঘর্ষে তীরের আঘাতে একজন গ্রামবাসী জখম হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ট্রাফিক প্রয়োজন

সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে সারাদিনে অনেকগুলি বাস চলাচল করে থাকে। অথচ সড়কের সংযোগস্থলে ট্রাফিকের কোন ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণ পথচারী ও যানবাহন চলাচলের সুবিধার জন্য সেখানে ট্রাফিকের প্রয়োজন অনুভব করছেন।

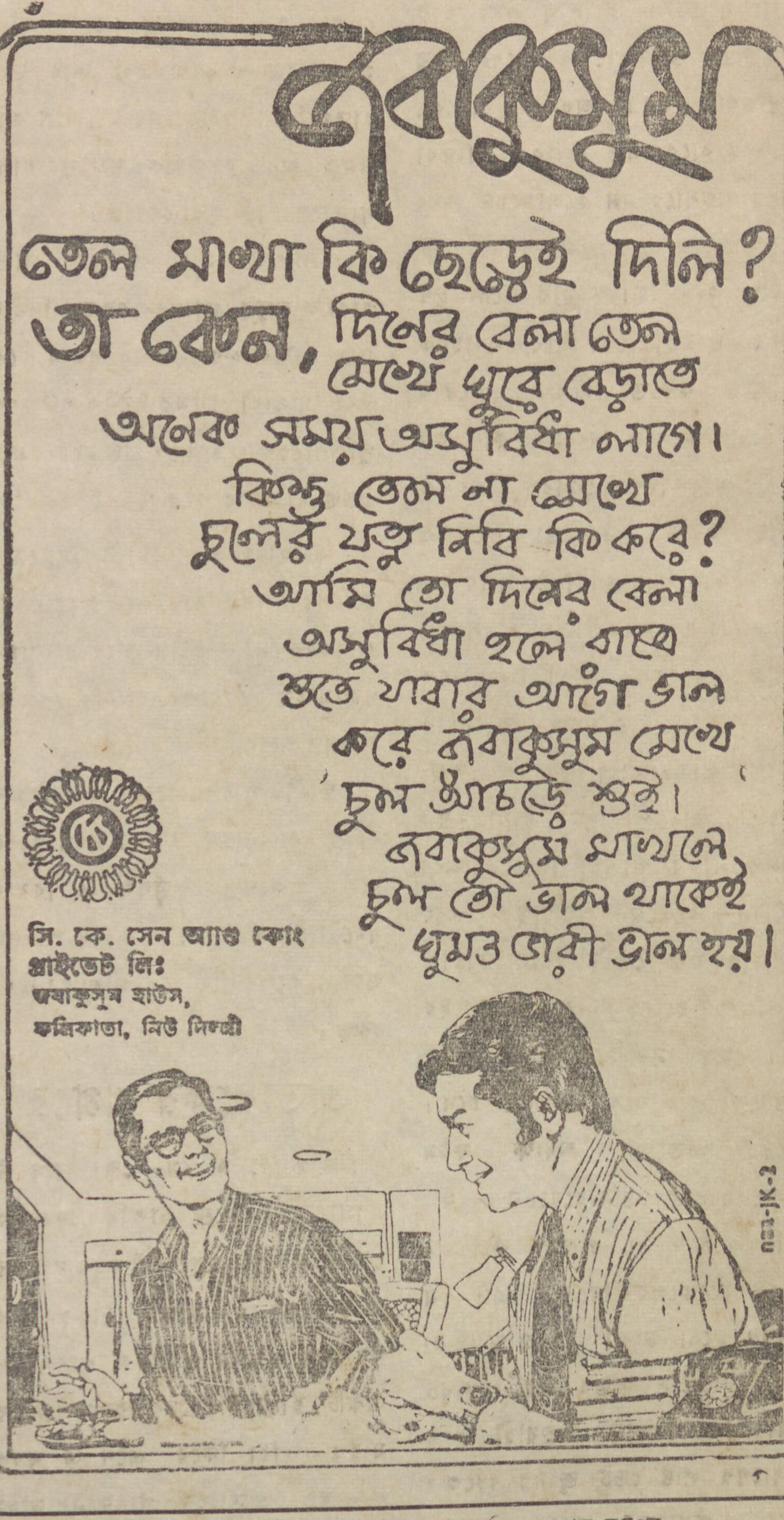

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অরুণম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of an important efforts"

উক্তিটির সার্থক রূপকার **গোদরেজ**। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

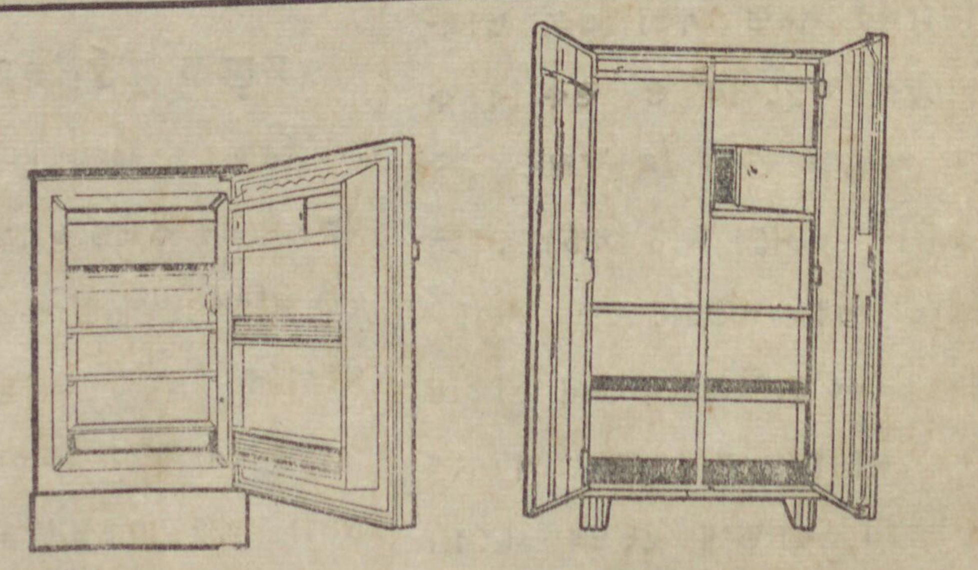

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১